শিক্ষা

সাহাবুল হক

প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধা কোথায়?

অতীতে যে কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া ছিল বিরল ঘটনা। আর চলমান সময়ে এটি অনেকটা ডাল-ভাতের মতো। মনে হয় রাস্তাঘাটে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেনাবেচা হয়। প্রায়ই পত্রিকার পাতায় খবর বের হয় অমুক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে...। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় কেউ কখনও শাস্তি পেয়েছে, এ ধরনের নজির এখনও আমরা দেখেনি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কয়েকটি ঘটনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দু'বার স্থগিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। তবে প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ড. সা'দত হুসাইনের একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'অতীতে পিএসসির কোন কোন সদস্য প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত ছিলেন। প্রশ্ন ফাঁসের এ প্রক্রিয়া চলছে প্রায় ১৪ বছর ধরে। ফলে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হয়েছে।' (৭ জানুয়ারি, ০৮ দৈনিক যুগান্তর)। পিএসসি চেয়ারম্যানের এ খোলামেলা এবং সাহসী বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। ড. সা'দত হুসাইনের বক্তব্যের অনেকগুলো দিক রয়েছে। এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পিএসসির কোন কর্তাব্যক্তি প্রশ্ন ফাঁসের কথা অবলীলায় স্বীকার করলেন। শুধু তাই নয়, কোন পর্যায়ের লোক এর সঙ্গে জড়িত তাও তিনি জাতিকে জানিয়ে দিলেন। ড. সা'দত হুসাইনের বক্তব্যে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হল তা হচ্ছে, শুধু সাম্প্রতিক সময়ই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি এর সূত্রপাত হয়েছে আরও আগ থেকে। তার (সা'দত হুসাইন) ভাষায় ১৪ বছর আগ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা শুরু হয়েছে। আর এর কুপ্রভাবের কথাও তিনি বলছেন। এবার একটু পেছনে ফিরে দেখি। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৩৬ বছরে ২৬টি বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে গত ১৪ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ১১টি (১৬তম, ১৭তম, ১৮তম, ১৯তম, ২০তম, ২১তম, ২২তম, ২৩তম, ২৪তম, ২৫তম এবং ২৬তম) বিসিএস পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ২৭তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা দ্বিতীয়বারের মতো চলছে। উল্লিখিত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে মাত্র একটি বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে পিএসসি কর্তৃপক্ষ বাতিল করে আবার তা গ্রহণ করে। সেটি হল ২৪তম বিসিএস। এ সময় একটি তদন্ত কমিটি গঠন হলেও আজও সে রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও শুনিনি। অথচ ওই সময় আমিসহ যেসব সাংবাদিক ২৪তম বিসিএসের প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম উল্টো আমাদের ৪/৫ জনকে পিএসসি কর্তৃপক্ষ 'কালো তালিকাভুক্ত' করেছিল। ২৫তম বিসিএসের দুর্নীতির খবর আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি। কোন সদস্য কোন চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছে তার দলিলও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২৭তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় দুর্নীতির ফলে তা বাতিল করে আবার নেয়া হচ্ছে। ১৬তম বিসিএস থেকে সব বিসিএস পরীক্ষাতেই কমবেশি প্রশ্ন

ফাঁস কিংবা দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। এর কোন কোনটি প্রকাশ হয়েছে আবার কোনটি প্রকাশ হয়নি। অথচ বর্তমান সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানে একজন সদস্য ছাড়া কারও নামই ওইভাবে আসেনি। পিএসসি'র মতো এত বড় প্রতিষ্ঠানে শুধু একজনের পক্ষে দুর্নীতি করা এত সহজ নয়। আরও অনেকেই জড়িত নিঃসন্দেহে। একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কও এর সঙ্গে যুক্ত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, গত ১৪ বছরে পিএসসিতে যারা (সদস্য এবং চেয়ারম্যান) দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের কেউই ড. সা'দত হুসাইনের বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করেননি। গত ১৪ বছরে পিএসসির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ, প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী এবং প্রফেসর জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম। সাবেক এই চেয়ারম্যানদের মধ্যে প্রথম দু'জনকে মিডিয়ায় বলতে শুনেছি তাদের আমলে পিএসসিতে কোন দুর্নীতি হয়নি। খুব ভালো কথা। ওই সময় পিএসসিতে যদি কিছু নাই হয়ে থাকে তবে বর্তমান চেয়ারম্যান কি ভুল বলছেন? ড. সা'দত হুসাইনের সঙ্গে সর্বশেষ বিদায়ী চেয়ারম্যানের একটি বিষয়ে দারুণ অমিল দেখা যায়। ড. সা'দত যেখানে মিডিয়ায় পিএসসি'র সব খুঁটিনাটি ব্যাপার অবলীলায় বলে চলছেন, সেখানে ড. তাহমিদা ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। 'সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের' দোহাই দিয়ে ড. তাহমিদা কখনোই মিডিয়ার মুখোমুখি হতেন না। সারাক্ষণই এড়িয়ে চলতেন। এমনকি কোন দৈনিকের সাংবাদিক পিএসসি'র ব্যাপারে ড. তাহমিদার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগতস্বরে বলতেন, 'তুমি নও, তোমার সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলব।' সাংবাদিকের নাম শুনলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। ড. তাহমিদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি নিজেও অসংখ্যবার তার দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছি। এসব করে ড. তাহমিদার খুব একটি লাভ হয়নি। শেষ কথা হল ড. সা'দত হুসাইন যদি দুর্নীতিবাজ পিএসসি'র সদস্যদের (সাবেক) নাম প্রকাশ না করেন তবে পিএসসিতে গত ১৪ বছরে কর্মরত সব সদস্যদের প্রতি এক প্রকার অবিচারই করা হবে। কারণ কয়েকজন সদস্যের অপকর্মের দায়ভার সবাই নিতে পারেন না। বিসিএস পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে যদি মৌখিক পরীক্ষা বাতিল হতে পারে তবে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের কেন বিচার হবে না। তারা কেন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে না। তাছাড়া যেসব বিসিএস পরীক্ষার্থী হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিন-রাত পড়াশোনা করে ভালো পরীক্ষা দিয়েও বিসিএসের চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদেরও জানার অধিকার রয়েছে কোন কোন দুর্নীতিপরায়ণ সদস্যের কারণে তাদের জীবনে অন্ধকারের অমানিশা নেমে এসেছে। গত ১৪ বছরে এরকম সংখ্যা প্রায় কোটিতে পৌঁছাবে। তাই দুর্নীতিবাজ সাবেক পিএসসি'র সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে পিএসসি থেকে স্থায়ীভাবে দুর্নীতির মূলোৎপাটন ঘটে। এটি করা সম্ভব হলেই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিএসসির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হবে এবং ভবিষ্যতে মেধাবীরা সেখানে অনায়াসেই স্থান করে নিতে পারবে।

সাহাবুল হক : *শিক্ষক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট*

২৯ JAN 2008